'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের চিরন্তন আলোচকগণ শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক নিয়ে কাব্যালোচনার সূত্রপাত করেন। অর্থাৎ কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে তাঁরা শব্দ ও অর্থের আলোচনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিখ্যাত আলংকারিক ভামহ বলেছিলেন, 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'। এর বাংলা অর্থ হল শব্দ ও অর্থের সহযোগে কাব্য সৃষ্টি হয়। শব্দ ও অর্থের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক বিচারের আগে 'শব্দ' বলতে আমরা কি বুঝি সেই আলোচনা জরুরী। ব্যাকরণগত দিক থেকে 'শব্দ' বলতে আমরা বুঝি কতগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টি। অর্থাৎ যখন কতগুলি ধ্বনি পাশাপাশি বসে অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা শব্দ বলি। শব্দের সঙ্গে অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি কখনই অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে শব্দ ও অর্থকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। যাই হোক না কেন, কাব্যালোচনায় শব্দের গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশি তা বলা বাহুল্যমাত্র।

শব্দ হল কাব্যের মাধ্যম। আমরা সবাই জানি যে শিল্পের জগৎ বহুধা বিভক্ত। কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য—এসবই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি আলাদাভাবে শিল্প-তাৎপর্য লাভ করলেও এগুলির মাধ্যম কিন্তু এক নয়। চিত্রকর রঙ তুলির সাহায্যে মনের ভাব ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন, ভাস্কর পাথর খোদাই করে কিংবা মৃৎশিল্পী মাটির ওপর নানা বিভঙ্গ রচনা করে মূর্তি গড়েন; আবার যাঁরা কবি বা সাহিত্যিক তাঁরা শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন। তাই কবি বা সাহিত্যিকদের অনেকেই বাক্‌শিল্পী বলে অভিহিত করেন। কাব্যের মাধ্যম যেহেতু শব্দ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, তাই সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্যালোচনায় শব্দকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই শব্দ আসলে কি? এক কথায় বলা যায় শব্দ হল কাব্যশরীর। কাব্যের সঙ্গে মানুষের তুলনাটা খুব জুৎসই হয়। একটি মানুষ সম্পূর্ণতা পায় কেবল দেহে নয়, আত্মাতেও। সপ্রাণ মানুষই হল যথার্থ মানুষ। তার মধ্যেই আমরা আত্মাকে খুঁজি। যে মানুষের কেবল শরীর আছে, কিন্তু প্রাণ নেই, তাকে আমরা সম্পূর্ণ মানুষ বলতে পারি না। তাই মৃত মানুষের সঙ্গে অচেতন বস্তুরই নিকট সম্বন্ধ। কাব্যালোচনায় যাঁরা শব্দ ও অর্থকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন তারা কাব্যের আত্মাটিকে অস্বীকার করেছেন। তবু 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' বলতে সঠিক অর্থে কি বোঝানো হয়েছে তার আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্পর্ক রচিত হলেই যদি কাব্য হত তবে যে কোনো বিবৃতির মধ্যেই কাব্যত্ব অন্বেষণ করা যেতো। যেমন যদি বলা হয়, 'রাম স্কুলে যায়' কিংবা 'গাছে গাছে ফুল ফুটেছে', তবে এই দুটি বিবৃতি বা বাক্যের মধ্যেও কাব্যত্ব অন্বেষণ করা যেতে পারে। কিন্তু বিবৃতি দুটির মধ্যে কাব্য নেই বলেই আমরা তার মধ্যে কাব্যান্বেষণের বৃথা চেষ্টা করব না। অথচ শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন, "কিন্তু তুমি নেই বাহিরে অন্তরে মেঘ করে / ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে" তখন বিবৃতিটি কাব্য হয়ে ওঠে। শব্দ ও অর্থই যদি

Scanned with CamScanner

কাব্য-রচনার একমাত্র শর্ত হত তবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতির মত প্রথম বিবৃতি দুটিও কাব্য হত। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'কে নিশ্চয় ভামহ অন্য অর্থে ব্যবহার করেছিলেন।

শব্দ ও অর্থের মিলিত সম্পর্কটি বোঝাতে ভামহই প্রথম 'সহিত' শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও এই 'সহিত' শব্দটির মধ্যে আরও গূঢ়ার্থ লুকিয়ে আছে। ভামহ 'সহিত' শব্দটি দ্বারা শব্দের ব্যাকরণগত শুদ্ধি ও ঔচিত্যের কথা বলতে চেয়েছেন। ভামহ 'সহিত' শব্দে যা-ই বোঝাতে চান না কেন, তাঁর সংজ্ঞাটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

আচার্য কুন্তক 'তাঁর 'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থে শব্দ ও অর্থ বলতে কি বোঝায় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে শব্দচ্ছটার মধ্য দিয়ে যাঁরা কাব্যের মাধুর্য সৃষ্টি করতে চান তাঁরা যেমন কাব্যের সম্পদ প্রকাশে অসমর্থ হন তেমনি যাঁরা অর্থচাতুর্য দ্বারা কাব্যত্ব প্রকাশের চেষ্টা করেন তাঁরাও কাব্যসম্পদ প্রকাশে অক্ষম হন। শুধুমাত্র শব্দের আড়ম্বরে কিংবা নিছক অর্থের দ্বারা কখনই কাব্যত্ব হয় না, কাব্যত্বের জন্য সর্বদাই জরুরি শব্দ ও অর্থের মিলিত সত্তার চমৎকারিত্ব। যেখানে এই মিলনের অভাব থাকে সেখানে কাব্যের কাব্যত্বও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কুন্তক লিখেছেন :

"শব্দো বিবক্ষিতার্থৈবাচকোঽন্যেষু সৎস্বপি
অর্থঃ সহৃদয়াহ্লাদকারি-স্বস্পন্দ সুন্দরঃ"

এর অর্থ হল, অন্য কয়েকটি বাচক থাকলেও যা বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থের বাচক হয়, তাকে বলে শব্দ; আর সহৃদয় ব্যক্তির মনে আনন্দ সৃষ্টি করে স্বভাবে যা সুন্দর হয়ে ওঠে তাকে বলে অর্থ। কুন্তকের বক্তব্য থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দরাজির সঙ্গে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। কবিতা যেহেতু ব্যঞ্জনামুখ্য শিল্প তাই সেখানে ব্যবহৃত শব্দগুলি নিছক আভিধানিক অর্থের মধ্যে সীমিত থাকে না। কাব্য রচনার পিছনে কবির বিশেষ এক অভিপ্রায় কাজ করে। এই অভিপ্রায়টি সফল হয়, যদি তিনি তাঁর অভিপ্রেত অর্থটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং অভিপ্রেত অর্থের উপযোগী শব্দ দিয়েই কবিকে কাব্যরচনা করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করি তার সঙ্গে আভিধানিক অর্থের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও আনন্দের কোনো যোগ নেই। কিন্তু কবি কাব্যরচনাকালে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেন এবং সেই শব্দগুলি যে অর্থকে পরিস্ফুট করে তার সঙ্গে আনন্দের নিবিড় যোগ আছে। এর কারণ হল প্রতিভাবান কবিরা বস্তুর বহিরঙ্গরূপটিকে গ্রহণ করে ক্ষান্ত থাকেন না। বস্তুর বহিরঙ্গ রূপটিকে তিনি অন্তর্জগতে ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করে তার ভাবময় রূপদান করেন। সুতরাং ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়েই কবিকে কাব্যোপযোগী শব্দান্বেষণ করতে হয়। ভাবের দ্বারাই কবির অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হয় বলে শব্দের অর্থও হয়ে ওঠে আহ্লাদজনক এবং তা যে কোনো সহৃদয় পাঠকের মনে আনন্দ সৃষ্টির কারণ হয়। শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধটি বুঝতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে শব্দ যেমন অর্থকে ব্যঞ্জিত করে, তেমনি অর্থও শব্দকে অবলম্বন করে। কুন্তক শব্দ ও অর্থের যে সহিতত্বের কথা বলেছেন তাতে শব্দ বলতে অভিপ্রেত অর্থ সংবলিত শব্দ এবং অর্থ বলতে সহৃদয়ের মনে আনন্দদানকারী অর্থকে বোঝানো হয়েছে,

Scanned with CamScanner

যেহেতু দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের সেই ক্ষমতা নেই, তাই শব্দ ও অর্থ মিলিত হলেই কাব্য হয় না।

'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থের অন্যত্রও কুন্তকের বক্তব্যের সমর্থন মেলে। সেখানে তিনি লিখেছেন :

"শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি"

অর্থাৎ 'সহিত বা মিলিত শব্দার্থ কাব্যজ্ঞদের আহ্লাদজনক বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হলে কাব্য হয়।' বিষয়টি স্পষ্ট করতে তিনি পরে আরও বলেছেন—সাহিত্য হচ্ছে 'শব্দার্থের পরস্পর সাম্যসুভগ অবস্থান।' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক সমতা ও সৌন্দর্য রক্ষিত হলে কাব্য সৃষ্টি হয়। কুন্তকের মতে, সাহিত্য হচ্ছে শব্দার্থের এমন এক শোভাশালী বিন্যাসভঙ্গি যা ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা বর্জিত হয়ে মনোহারী হয়।' এর থেকে বোঝা যায় শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের মধ্যে অল্পতা কিংবা বাহুল্য, কোনোটাই থাকা উচিৎ নয়। কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থে শব্দ ও অর্থের সম্পর্কটি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে অনেক অস্পষ্টতা দূর হয়েছে। ভামহের শব্দার্থ বিষয়ক আলোচনা কিন্তু কুন্তকের মত বিস্তৃত ও স্পষ্ট নয়।

আচার্য দণ্ডীও শব্দার্থের সম্পর্কটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, 'অভীষ্ট অর্থ সংবলিত পদাবলীই হল কাব্য।' এর অর্থ হল কবির কাব্যের মধ্যে একটি অভীষ্ট বা ঈপ্সিত অর্থ থাকবে। অভীষ্ট বা ঈপ্সিত অর্থের কথা বললেই কবি-প্রতিভা বা কবিমনের সঙ্গে তার যোগসূত্র রচিত হয়ে যায়। এই ঈপ্সিত অর্থ সৃজন করা যার তার কর্ম নয়। তাই তো জীবনানন্দ বলেছিলেন—'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি'। কবির সৃষ্ট ঈপ্সিত অর্থময় বাক্যের সঙ্গে সাধারণ বাক্যের তফাৎ অনেকটাই। সাধারণ বাক্যের সঙ্গে কবিমনের কোনো যোগ নেই। তাই তা আহ্লাদজনকও নয়। যেমন আমরা প্রথমে যে বিবৃতি দুটি হাজির করেছি তার সঙ্গে কবিমনের কোনো সম্পর্কই নেই। 'রাম স্কুলে যায়' কিংবা 'গাছে গাছে ফুল ফুটেছে'র মত বাক্য যে কেউ রচনা করতে পারে। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পংক্তি দুটির মধ্যে ব্যথাতুর মনের যে আর্তি ঝরে পড়েছে সেই আর্তিকে প্রকাশ করা কবিপ্রতিভা ছাড়া অসম্ভব। তাই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলতে পারি যে শব্দ ও অর্থের নিছক সম্পর্ক স্থাপনার মধ্যে দিয়ে কাব্য সৃষ্টি হয় না, শব্দকে আশ্রয় করে কবি যখন অভীষ্ট অর্থকে ছুঁতে পারেন তখনই তা যথার্থ কাব্যত্ব লাভ করে।

Scanned with CamScanner